হোমিওপ্যাথিতে

লক্ষণের মূল্যায়ন

Evaluation of symptom in Homoeopathy

ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী

সূচি

ক.	লক্ষণ	১১
খ.	লক্ষণের বৈশিষ্ট্য	১২
গ.	লক্ষণের শ্রেণিবিভাগ ও মূল্যায়ন	২৪
ঘ.	লক্ষণের গুরুত্বের ক্রমিক মান	৩২
ঙ.	লক্ষণসমষ্টি বা লক্ষণসমগ্র	৩৪
চ.	হোমিওপ্যাথিতে লক্ষণের গুরুত্ব	৩৮
ছ.	লক্ষণের মূল্যায়ন বা এতে যা বুঝায়	৩৯
জ.	লক্ষণ সম্পূর্ণ করণ	৫০
ঝ.	ব্যতিক্রম কিছু লক্ষণ	৫৩
ঞ.	যে লক্ষণ লিখে লাভ নেই	৫৪
ট.	সম্পূর্ণ লক্ষণ ও অসম্পূর্ণ লক্ষণের পার্থক্য	৫৬
ঠ.	কিছু গল্পের মাধ্যমে লক্ষণের গুরুত্ব শিখি	৫৭
ড.	রোগীলিপি কি এবং কেন	৫৮
ঢ.	যাদের লেখা দেওয়া হয়েছে	৬৩
ণ.	ফারুকী প্রকাশনীর বইসমূহ	৬৪

ক. লক্ষণ
(Symptom)

ক. লক্ষণ (Symptom) : বাংলায় "লক্ষণ" ও ইংরেজিতে "Symptom" শব্দটা "Symptons" নামক গ্রিক শব্দ হতে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ "যা কিছু ঘটে"। আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, এটাকে "স্বাস্থ্য অবস্থার পরিবর্তন হিসেবে যা-কিছু ঘটে", তা বিবেচনা করতে পারি।

সুস্থ মানুষের ওপরে কোন ওষুধকে স্থূল মাত্রায় প্রয়োগ করলে ও ওষুধের ভেতরের কৃত্রিম রোগ সৃষ্টিকারী শক্তি তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কিংবা রোগশক্তিও সুস্থ মানুষের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। ঐ অবস্থায় যদি জীবনী শক্তির ভেতরে রোগ প্রবণতা থাকে অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধকারী ক্ষমতা না থাকে বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব থাকে, তবে রোগ সৃষ্টিকারী শক্তি বা রোগশক্তির প্রভাবে ঐ সুস্থ ব্যক্তির জীবনীশক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে ইতোপূর্বে জীবনীশক্তির মাধ্যমে শরীর ও মনের যে স্বাভাবিক অনুভূতি, কাজ-কর্ম ও গঠনাকৃতি অব্যাহত ছিল, এর পরিবর্তে কতগুলো অস্বাভাবিক অনুভূতি, কাজ-কর্ম ও গঠনাকৃতি প্রকাশ পায়। এরূপ প্রতিটা অসুস্থ অবস্থাকে এক একটা লক্ষণ (Symptom) বলে। যেমন- উৎকণ্ঠা, লোকজন ভালবাসে না, ভ্রান্তবিশ্বাস, আত্মহত্যার ইচ্ছা, স্নানে অনিচ্ছা, প্রবল পিপাসা, মাথাব্যথা, পা জ্বালা, শীতবোধ, উত্তাপবোধ ইত্যাদি।

আবার এ ধরনের অনেকগুলো সাধারণ লক্ষণকে একত্রে রোগ (Disease) বলে। যেমন- একজিমা, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য, বাতব্যথা, হাঁপানি ইত্যাদি।

লক্ষণ(Symptom)- রোগের ভাষা (Symptoms-Language of the disease) ওষুধজনিত রোগশক্তি ও প্রাকৃতিক রোগশক্তিকে খালি চোখে দেখা যায় না। এগুলোর ক্রিয়া বা ফলাফল দেখেই কেবল চিনতে পারা যায়। প্রত্যেক রোগীর ভেতরে রোগী নিজে, তার পরিচর্যাকারী বা আপনজনেরা এবং প্রখর বোধশক্তিসম্পন্ন একজন অতি দক্ষ চিকিৎসক রোগের ক্রিয়া বা ফলাফল হিসেবে প্রকাশিত কতগুলো লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই পাবেন না। কারণ, এগুলো রোগীর অভ্যন্তরীণ অস্বাভাবিক অবস্থার যথার্থ ও ধারণাযোগ্য প্রতিফলন স্বরূপ দেখা দেয়। এ কারণে উপযুক্ত ওষুধের দ্বারা ঐ লক্ষণগুলোকে দূরীভূত করলে, রোগী তার পূর্ববর্তী স্বাস্থ্য ফিরে পায়, তখন আর কোনরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা অবশিষ্ট থাকে না। তাই, লক্ষণসমূহই রোগের পরিচয়, এসবই রোগের ভাষা।

খ. লক্ষণের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Symptoms)

প্রত্যেকটা পূর্ণাঙ্গ লক্ষণের ৯টি বৈশিষ্টের অধিকারী হতে হয়। যেমন-

১. **কষ্টটি কোন অঙ্গে? বা অবস্থান (Locations) :** হোমিওপ্যাথির দৃষ্টিতে বিভিন্ন রোগশক্তি ও ওষুধের ক্রিয়া জীবনীশক্তি তথা সামগ্রিকভাবে শরীর ও মনের সমস্ত অংশের সাথে সম্বন্ধযুক্ত থাকে। তবুও এগুলোর এক একটা প্রধান ক্রিয়াক্ষেত্র বা অবস্থান থাকে। এগুলোকে নিছক স্থানিক ক্রিয়া বলা ঠিক নয়। কারণ, এগুলো জীবনীশক্তির মাধ্যমে রোগের বা ওষুধের সামগ্রিক ক্রিয়ার স্থানিক প্রকাশ বিশেষ।

১. একোনাইটের ক্রিয়াক্ষেত্র মন, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, হৃৎপিন্ড, শিরা, রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি ও বক্ষদেশ।

২. আর্নিকার ক্রিয়াক্ষেত্র- রক্ত, কৈশিকনালী, রক্তনালী, মাংসপেশী, স্নায়ু।

৩. আর্সেনিক এল্বামের ক্রিয়াক্ষেত্র- কিডনি, রক্ত, হৃদপিণ্ড, রক্ত সঞ্চালন, যকৃত, ফুসফুস, স্নায়ু, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, মেমব্রেন।

৪. বেলেডোনার ক্রিয়াক্ষেত্র স্নায়ুকেন্দ্র, কৈশিকনালী, গাত্রচর্ম, গলদেশ, চক্ষু, মুখগহ্বর, মস্তিষ্ক, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, রক্তবাহীনালী।

৫. ব্রায়োনিয়ার ক্রিয়াক্ষেত্র- রক্ত প্রবাহ, ফুসফুস, স্তন, স্নায়ুমণ্ডলী, অন্ত্রাবরক, মাংসপেশী, কৌষিক ঝিল্লি, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি।

৬. ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকামের ক্রিয়াক্ষেত্র- অস্থিসমূহ, রক্ত, হৃদপিণ্ড, চর্ম, ফুসফুস, গ্রন্থিসমূহ।

৭. লাইকোপোডিয়ামের ক্রিয়াক্ষেত্র- পরিপোষণতন্ত্র, পরিপাকস্থল, খাদ্যের প্রবেশ পথ, চর্ম, মূত্রযন্ত্রসমূহ, বক্ষ, গলা, ডিম্বাশয়, মস্তিষ্ক, ফুসফুস।

৮. মার্ক সলের ক্রিয়াক্ষেত্র- রক্ত, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, মুখ গহ্বর, গ্রন্থিসমূহ, গলা, যকৃত, কিডনি, জননেন্দ্রীয়, সন্ধি, অস্থি, চর্ম।

৯. নেট্রাম মিউরের ক্রিয়াক্ষেত্র- পরিপোষণ প্রণালী, পরিপাকতন্ত্র, মস্তিষ্ক, রক্ত, মাংসপেশী, মন, হৃদপিণ্ড, গ্রন্থি, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, প্লীহা, যকৃত, চর্ম।

১০. সালফারের ক্রিয়াক্ষেত্র- রক্ত সঞ্চালন, পরিপোষণযন্ত্রসমূহ, উদর, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, সরলান্ত্র, বক্ষদেশ, চর্ম, মাথার তালু, সন্ধি, গ্রন্থিসমূহ।

এগুলো লক্ষণের অন্যতম প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য।

২. **কতদিন যাবত /কখন থেকে কষ্টটি শুরু হয় :** সাধারণত ক্রনিক সমস্যা বা রোগগুলি রোগীকে অনেক দিন কষ্ট দিয়ে থাকে, রোগটি কতদিন যাবত তা রোগটি কতটুকু গভীরে কাজ করছে তার কিছুটা হলেও বুঝতে পারা যায়। তরুন রোগ সাধারণত অল্প দিনে হয় রোগী শেষ নয় রোগ শেষ। পুরাতন রোগে মানুষ দীর্ঘ দিন ভোগতে থাকেন। এটি জানা অত্যন্ত জরুরি, যেমন- রোগীর সমস্যা ৫ বছর বা ১০ বছর ইত্যাদি।

ক. রোগীর কষ্টটি যদি স্বল্প মেয়াদী হয় সেক্ষেত্রে রোগীকে ঘণ্টা/ দিন হিসেবে প্রশ্ন করতে হবে। যেমন- রোগী যদি জ্বর নিয়ে আসে তবে প্রশ্ন করতে হবে আপনার জ্বর কতক্ষণ যাবত বা কতদিন যাবত ? সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাত দিনের কথা উল্লেখ করতে হবে।

খ. রোগীর কষ্টটি যদি দীর্ঘ মেয়াদী হয় তবে মাস বা বছর হিসাবে প্রশ্ন করতে হবে। যেমন- রোগী যদি দীর্ঘদিনের মাথাব্যথা নিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে আপনার মাথাব্যথা কত মাস বা কত বছর যাবত ? (২ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ৪ বছর)।

৩. **স্থায়ীত্ব বা সময় :** বিভিন্ন রোগী বা ওষুধের লক্ষণগুলো বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া দেখা যায়, তার মধ্যে কিছু ওষুধের বা রোগীর লক্ষণ বিভিন্ন বিরতি দিয়ে দেখা দেয় এবং একেক জনের সমস্যার ভোগকাল একেক রকম সে ক্ষেত্রে রোগীর লক্ষণের বর্ণনায় স্থায়ীত্ব কাল জানা জরুরি, যেমন- কত দিন পর পর আসে এবং কোন সময় ও কতক্ষণ স্থায়ী হয়। (প্রতি সপ্তম দিনে আসে, সকালে শুরু হয়, ২দিন স্থায়ী হয়)- Periodicity, complaints return at seventh day.

আপনার মাথা ব্যথার (কষ্টটির) স্থায়িত্ব কাল কি বলতে পারেন? যদি রোগী তার মাথাব্যথার স্থায়িত্বকাল বলতে না পারে, তাহলে চিকিৎসক নিম্নের কৌশল প্রয়োগ করবেন, যেমন-

ক. কষ্টটি কি একটানা চলতে থাকে? নাকি কখনও থাকে, কখনও থাকে না?

খ. কষ্টটি যদি বিরতি দিয়ে শুরু হয় সেক্ষেত্রে কতদিন পর পর দেখা দেয়? (কষ্টটি অনেক দিনের হলে রোগীকে মাস/ বছর দিয়ে সংকেত দিতে হবে। স্বল্প মেয়াদী হলে ঘণ্টা/ দিন দিয়ে সংকেত দিতে হবে)।

গ. কষ্টটি কতক্ষণ বা কতদিন স্থায়ী হয়? (ঘণ্টা/ দিন উল্লেখ করতে হবে)

ঘ. কষ্টটি সাধারণত কখন দেখা দেয়/ শুরু হয়? (ভোর থেকে শুরু করে পরবর্তী ভোর রাতেএর মধ্যে ঘণ্টাধরে সময় নির্ণয় করতে হবে)।

ঙ. যতদিন পর পর শুরু হয়, যতক্ষণ স্থায়ী হয়, যখন দেখা দেয়, এই সবগুলো নিয়মিত/ অনিয়মিত তা জানতে হবে।

চ. কষ্টটি স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে সময়ের বিরতির যে উল্লেখ করা হলো তা কি ওষুধ খেয়ে বা ওষুধ না খেয়ে তা জানতে হবে।

৪. **কষ্টটি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, বিস্তৃতি (extentions)]** : নির্দিষ্ট প্রধান অবস্থানে যেমন রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তেমনি সেখান থেকে তা শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃতও হয়ে থাকে। চক্ষু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।- Head, Pain, Pressing, Forehead, extending, eyes.

ক. আপনার কষ্টটি যেখানে শুরু হয়েছে সেখানেই থাকে নাকি অন্য কোন দিকে ছড়ায়?

খ. যে পাশে শুরু হয় সে পাশ থেকে বিপরীত পাশে ছড়ায় কিনা? যদি ছড়ায় সেক্ষেত্রে উৎপত্তির পাশেও কষ্টটি থাকে কিনা? যেমনঃ ডান পাশে শুরু হয়ে বাম পাশেও যায় কিন্তু বাম পাশে গেলে ডান পাশেও কষ্টটি থাকে এমন কিনা?

গ. যে পাশে কষ্টটি শুরু হয় সে পাশে থেকে বিপরীত পাশে ছড়ানোর পরে আবার উৎপত্তি পাশে ফিরে আসে কিনা? যেমনঃ ডানে শুরু হয়ে বামে ছড়ায় এবং পরে আবার ডানে ফিরে আসে কিনা।

ঘ. কষ্টটি প্রথমে কোন পাশে শুরু হয়? ডানে/ বামে।

ঙ. কষ্টটি আক্রান্ত সাব অঙ্গের ডান/ বাম/ উপরে/ নিচে/ সামনে/ পিছনে ছড়ায় কিনা?

যেমনঃ কপালের ডান দিকের কষ্ট কপালের বাম দিকে ছড়ায় কিনা?

চ. কষ্টটি যে অঙ্গের সাব অঙ্গে দেখা দেয় ঐ একই অঙ্গের অন্য কোন সাব অঙ্গে ছড়ায় কিনা? যেমন- কপাল থেকে তালুতে ছড়ায় কিনা?

ছ. আক্রান্ত অঙ্গ থেকে অন্য কোন অঙ্গে ছড়ায় কিনা? যেমন- মাথা হতে চোখে।

জ. পর্যায়ক্রমে উভয় পাশে কষ্টটি যাতায়াত করে কিনা? যেমন- একবার ডান পাশে একবার বাম পাশে, এভাবে চলতে থাকে কিনা?

ঝ. কষ্টটি আড়াআড়ি ভাবে ছড়ায় কিনা? যেমন- ডান হাত হতে বাম পায়ে ছড়ায়।

ঞ. ভিতর হতে বাহিরের দিকে, যেমন- হৃদপিণ্ডের ব্যথা স্তন পর্যন্ত ছড়ায় কিনা?

ট. বাহির হতে ভিতর দিকে ছড়ায় কিনা, যেমন- স্তনের ব্যথা হৃদপিণ্ড পর্যন্ত ছড়ায় কিনা?

ঠ. কষ্টটি উপর হতে নিচের দিকে ছড়ায় কিনা?

ড. কষ্টটি নীচ হতে উপর দিকে ছড়ায় কিনা?

৫. কষ্টটির প্রকাশ বা অনুভূতি :

প্রকাশ : বিভিন্ন রোগী বা ওষুধের লক্ষণগুলো বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়া, অবস্থা, আকার বা গঠনের পরিবর্তন প্রকাশ করে থাকে, এগুলোকে লক্ষণের প্রকৃতি বলা হয়।যথা- মুখমন্ডলে ঘর্ম- বেল, ক্যাম্ফর, ক্যালকে-কার্ব, কার্ব-ভেজ, মার্ক, সাইলি ইত্যাদি।

মাসিক অবরুদ্ধ- বেল, কোনি, ডালকা, গ্রাফাইটিস, ল্যাকে, সেনিসি, সালফ ইত্যাদি।

শুষ্ককাশি- বেল, ব্রায়ো, হাইয়ো, রুমেক্স, স্পঞ্জি, সালফ ইত্যাদি।

অনুভূতি (Sensations) : এর সাথে প্রতিটি ওষুধ বা বিভিন্ন রোগীর শারীরিক ও মানসিক সকল লক্ষণের অনুভূতি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করে থাকেন। এগুলি লক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

বিভিন্ন রোগীর বা ওষুধের বিভিন্ন ধরনের অনুভূতিমূলক লক্ষণ আছে, যা এগুলোর বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। যথা-

আকর্ষণবৎ বেদনা- প্লাম্বাম মেট

জ্বালাকর বেদনা- আর্সেনিক,

শীতলতা-ক্যাম্ফর ও ভিরেট্রাম;

ছুরিবিদ্ধবৎ বেদনা-ব্রায়োনিয়া;

হুলবিদ্ধবৎ বেদনা- এপিস, থেরিডিয়ন;

ছিপিবদ্ধবৎ বেদনা- এনাকার্ডিয়াম;

ক্ষমতা বোধ- আর্নিকা, হ্যামামেলিস; ও

লাহার জিনিস দিয়ে সজোরে চেপে ধরার অনুভূতি ক্যাকটাস ইত্যাদি।

ক. প্রকাশ- যে পরিবর্তনগুলো আমরা সাধারণ ভাবে চোখে দেখতে পারি।

প্রকাশ ২ (দুই) প্রকার। যেমন- ১. আকৃতিগত, ২. বর্ণগত

১. আকৃতিগত-
   = ফুলে যাওয়া/ মোটা হয়ে যাওয়া।
   = শুকিয়ে যাওয়া/ চিকন হয়ে যাওয়া (আক্রান্ত স্থান)
   = কুঁচকে যাওয়া/ সংকোচিত হয়ে যাওয়া

২. বর্ণগত - আক্রান্ত স্থানের স্বাভাবিক রং পরিবর্তন হয়ে যাওয়া। যেমন- লাল হওয়া, কালো হওয়া (বে নি আ স হ ক লা)

খ. অনুভূতি- যে পরিবর্তনগুলো চোখে দেখা যায় না শুধুমাত্র অনুভব করা যায়।

অনুভূতি ৩ (তিন) প্রকার। যেমন-

১. শক্ত/ নরম: আক্রান্ত স্থানটি শক্ত/ নরম কিনা তা দেখতে হবে।

২. গরম/ ঠাণ্ডা: আক্রান্ত স্থানটি গরম না ঠাণ্ডা তা দেখতে হবে।

৩. ব্যথার ক্ষেত্রে ধরণটি নির্ণয় করতে হবে। সেক্ষেত্রে রোগীকে ধরণগুলো সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। যেমন- জ্বালাকর, টাটানো, চাপনবৎ, সূঁচফুটানো ইত্যাদি।

৬. **কষ্টটির উৎপত্তির কারণ(Causes) :** গ্রিক শব্দ aitia থেকে ইংরেজি Cause শব্দটার উৎপত্তি

হয়েছে। এর বাংলা অর্থ 'কারণ'। প্রত্যেক লক্ষণ কিংবা রোগের সৃষ্টির পিছনে কতগুলো কারণ থাকে। যথা- আকস্মিক দুর্ঘটনা ও আঘাতাদি, অমিতাচার, অনাহার, পার্থিব পরিবর্তন, অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি উত্তেজক ও পরিপোষক অবস্থা, অসদৃশ-বিসদৃশ ওষুধ এবং বিভিন্ন প্রকার অস্থায়ী মায়াজম ও স্থায়ী (অর্থাৎ সোরিক, সিফিলিটিক ও সাইকোটিক) মায়াজম।

যেমন- মাথায় আঘাত- Head, Pain, injuries.

রোগীর রোগের কারণ নির্ণয় করতে রোগীকে নিম্নের বিষয়গুলো জিজ্ঞাসা করতে হবে।

ক. অবস্থান:

১। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলে

২। দীর্ঘ সময় হাঁটলে

৩। দীর্ঘ সময় বসে থাকলে

৪। দীর্ঘ সময় পা গুটিয়ে বসে থাকলে

৫। কুঁজো হয়ে কাজ করলে

৬। দীর্ঘ সময় শুয়ে থাকলে

৭। দীর্ঘ দিন মেঝেতে শুইলে।

খ. আবহাওয়ায়:

১। ঝড়ো আবহাওয়ায়

২। মেঘলা আবহাওয়ায়